আবু সয়ীদ আইয়ুব

বন্ধুবরের করকমলে

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

মহাকবিরা নাকি নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর পোষ্যপুত্র; এবং তাঁদের পাশে আমি শুধু উদ্বাহু বামন নই, এমনকি তাঁরা যদি রসস্রষ্টা হন, তবে রসজ্ঞ-উপাধিও আমাকে সাজে না। অন্ততপক্ষে আমার লেখায় আধুনিক যুগের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট; এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর যথাশক্তি অনুশীলনের ফলে আজ আমি যে-দার্শনিক মতে উপনীত, তা যখন প্রাচীন ক্ষণবাদেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ, তখন না-মেনে উপায় নেই যে আমার রচনামাত্রেই অতিশয় অস্থায়ী। কিন্তু অচির আর অনীহ একই বিশেষণের প্রকারভেদ নয়; এবং বৌদ্ধদের মতো বৈনাশিক ব'লেই আমি যেমন কর্মে আস্থাবান, তেমনই আমার বিবেচনায় স্বাবলম্বী কর্তা জগৎ-সংসারের মূলাধার।

সাহিত্যে উক্ত বিশ্বাসের প্রয়োগে প্রেরণা-নামক দায়িত্বহীনতার মর্যাদালাঘব অবশ্যম্ভাবী; এবং তৎসত্ত্বেও কাব্যভুক্ত বিষয়ের নির্বাচনে বিষয়ীর স্বায়ত্তশাসন যৎকিঞ্চিৎ বটে, তথাচ প্রবৃত্তি ও প্রতিবেশ-প্রভাবিত প্রসঙ্গের প্রকাশ যেহেতু ঐকান্তিক সংকল্প তথা অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের অপেক্ষা রাখে, তাই কবিতা-বিশেষের জন্মকালে পাঠকের প্রয়োজন নেই, তার পরিণত রূপই সাধারণের বিচার্য। অবশ্য মানুষের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিও অসম্পূর্ণ; এবং এমন শিল্পসামগ্রী বিরল যা আদ্যন্ত অনবদ্য অথবা যার শ্রীবৃদ্ধি অভাবনীয়। তাহলেও যে-কোনো সময়ে লেখকের তদানীন্তন প্রযত্নের সমস্তটা যে-লেখায় বর্তায়নি, তার প্রচার আমার মতে সাহিত্যসাধনার প্রতিকূল; এবং সেইজন্যে পদ্যরচনায় তারিখের উল্লেখ আমার চক্ষে আত্মশ্লাঘনের হাস্যকর প্রয়াসমাত্র।

অর্থাৎ সংস্কারসাধ্য জেনে কোনো রচনাকে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আকার দিতে আমার বিবেকে বাধে; এবং আমার দীর্ঘসূত্র স্বভাবে অনুব্যবসায়ের আধিক্যবশত গত পনেরো বছরের কোনো লেখাকে আমি এখনও গ্রন্থস্থ করিনি। কারণ দ্বিতীয় মহাসমরের কয় বৎসর আত্মশুদ্ধির অবসর মেলেনি; এবং তার পরে অপ্রকাশিত রচনাবলী যথাসম্ভব শুধরেছি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে পারিপার্শ্বিকের পট এত দ্রুত বদলেছে যে সমসাময়িক ইতিহাসের কার্যকারণশৃঙ্খলা আজ হয়তো অনেকের মনে নেই। অথচ উক্ত যুদ্ধ যে-ব্যাপক মাৎস্যন্যায়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তার সঙ্গে পরবর্তী কবিতাসমূহের সম্পর্ক অকাট্য; এবং স্থানাঙ্ক-ব্যতিরেকে সেই অপরিমেয় পটভূমিতে এগুলোর উপস্থাপন দুষ্কর ভেবেই প্রত্যেকটার কালক্রম অগত্যা সূচিত হলো।

তৎসত্ত্বেও আত্মার কাব্যজিজ্ঞাসায় আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য; এবং জীব হিসাবে আমি বহির্জগতের অধীন বটে, কিন্তু এ-বইয়ে অসামান্য অনুভূতির অভাব শোচনীয়। এমনকি কোনো বিশিষ্ট রীতির ক্রমবিকাশ পর্যন্ত এ-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই; এবং বিশ বৎসর যাবৎ আমি যদিও জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই, তবু এখনও আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পরের বাধ সাধে। ফলত ছন্দোরক্ষার খাতিরে অথবা মিলের গরজে সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ, নামধাতুর বাহুল্য, বিভক্তিবিপর্যয়, ইত্যাদি বাংলাকাব্যের অনেক অভ্যাসদোষ একাধিক কবিতায় রয়ে গেল; এবং ত্রুটিসম্পন্ন দেখেও সেগুলোকে যেকালে ছাড়তে পারলুম না, তখন নিজের প্রতি যে-নিরাসক্তি সৎসাহিত্যের অনন্য লক্ষণ, তাকে আমার আয়ত্তে আনতে দেরি আছে।

সে যাই হোক, মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট : আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষা-রূপেই বিবেচ্য। ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না-দিয়ে, লঘু-গুরু, দেশী-বিদেশী, এমনকি পারিভাষিক, শব্দও আচরণীয় কিনা, সে-অনুসন্ধানও হয়তো কোনো কোনো কবিতায় রয়েছে; এবং শব্দ ও ছন্দ উভয়ই যেহেতু পরজীবী, তাই বর্তমান শব্দবিন্যাস ও ছন্দোব্যবহারের ভূমিকা লেখকের ভাবনা-বেদনা যার বহিরাশ্রয় আবার ইদানীন্তন ঘটনাঘটন। কিন্তু একই মলাটের ভিতরে কতিপয় পুনর্লিখিত কৈশোরিক কবিতাও স্থান পেয়েছে; এবং সেগুলো জাতিতে এতই আলাদা যে এখানে লেখা-কটার অনধিকার প্রবেশ আমার লজ্জাকর মমত্ববোধের অপর নমুনা।

কারণ আমি যখন পদ্য লিখতে শিখছিলুম, সে-সময়ে যাঁরা কবিযশঃপ্রার্থীদের অনুকার্য ছিলেন, তাঁরা ভাবতেন সার্থক কাব্যের প্রধান গুণ স্বাচ্ছন্দ্য; এবং সেই-জন্যে উচ্ছ্বাসসংবরণ যে সাহিত্যসাধনার আদ্যকৃত্য, এ-কথা বুঝতে বুঝতে আমার অর্ধেক যৌবন কেটে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে তদানীন্তন অখ্যাতকুলশীলের ভাগ্যে লেখা ছাপানোর সুযোগ আসত কালে-ভদ্রে; এবং আমার প্রথম বই "তন্বী"-প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি ১৯৩০ সালের আগে মেলেনি। সুতরাং সে-সঙ্কলন থেকে আমার তরুণ বয়সের অনেক লেখা বাদ পড়েছিল; এবং বছর-দুয়েক পূর্বে সমস্ত কবিতা একত্রে গাঁথার ইচ্ছায় পুরাতন খাতা-পত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি অনুমান করেছিলুম যে সে-সকল রচনা কেবল আমারই অপকীর্তি নয়, তখনকার আদর্শও বেশ খানিকটা অপরাধী।

অন্তত এমন বিশ্বাস নিতান্ত অমার্জনীয় ঠেকেনি যে আজকের আবহে লিখতে

বসলে উক্ত আধো-আধো কবিতার দু-একটা হয়তো অল্প-বিস্তর উৎরে যেত; এবং আরম্ভে মনে হয়েছিল অর্বাচীন কল্পনার উদ্দাম উচ্ছ্বাস তাড়াতে পারলেই, যেগুলোতে বক্তব্যের কিছুমাত্র বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলোর উদ্ধার সম্ভবপর। কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে বসতেই দেখলুম যে ক্রোচে-প্রস্তাবিত উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত অক্ষরে অক্ষরে সত্য; এবং প্রত্যেকটার বেলায় যদিও যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পেয়েছি যাতে মূল ভাব ও চিত্রকল্প, এমনকি সহনীয় মুদ্রাদোষ পর্যন্ত, অপরিবর্তিত থাকে, তবু ভাষার তারতম্যে, তথা আয়তনের সংক্ষেপে, লেখাগুলো যে-রকম বদলেছে, তার সঙ্গে বোধহয় অভিব্যক্তিবাদীর জন্মান্তরই তুলনীয়।

সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের সুবিধা ঘটলে এই মকশগুলোকে হয়তো অন্যত্র সরানো যাবে; কিন্তু ততদিন অবধি নিত্য মুহূর্তের দিগন্তে এগুলো অতীতের মরীচিকা; এবং এ-কটাকে যথাসাধ্য শোধরাতে পেরেছি ব'লে যখনই ভাবি যে অন্তত কলাকৌশলে গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে আমি অনেক দূর এগিয়েছি, তখনই মনে পড়ে যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের পার্থক্য যেহেতু অবৈধ, তাই, অভিজ্ঞতায় আমি প্রাগ্রসর হলে, ও-জাতীয় সংস্কারের প্রবৃত্তি কখনোই আমার জাগত না। অগত্যা বৈনাশিক ক্ষণবাদেই বর্তমান মুখবন্ধের সূচনা ও সমাপ্তি; এবং সে-বিশ্ববীক্ষায় যেমন আত্মপ্রসাদের অবকাশ নেই, তেমনই তার মধ্যে প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীস্বার্থের প্রত্যাদেশ খোঁজা পণ্ডশ্রম।

কলকাতা ॥ ৩১ মে ১৯৫৩

সংবর্ত

নান্দীমুখ

তোমার যোগ্য গান বিরচিব ব'লে,
বসেছি বিজনে, নব নীপবনে,
পুষ্পিত তৃণদলে।
শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে;
ফুৎকারে পবন, কাশের লহরী ছলকে;
শ্যাম সন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে
চন্দ্রকলার চন্দনটীকা জ্বলে।
মুগ্ধ নয়ান, পেতে আছি কান,
গান বিরচিব ব'লে॥

তবু অন্তরে থামে না বৃষ্টিধারা :
আর্দ্র, ধূসর, বিদেহ নগর,
মৎসর প্রেত-পারা,
প্রকৃতির লীলা আবরি কুহেলীকানাতে,
ইঙ্গিতে যেন চায় অভিযোগ জানাতে;
তন্ময় ধ্যান ভেঙে যায় তার হানাতে।
ছায়া-প্রচ্ছদে যাতায়াত করে কারা?
কী নাম শুধাই—উত্তর নাই;
ঝরে শুধু বারিধারা॥

তাই আমাদের সমাহিত অভিসারে
ঘটে দুর্গতি ; মৌন অরতি
সঙ্কেত প্রতিহারে।
বিপ্রলব্ধ বিশ্বমানব বিষাদে
অঙ্গুলি তুলি, দেখায় অলখ নিষাদে।
বুঝেও বুঝি না নিরাকার আঁখি কী সাধে,
প্ররোচিত করে ত্যাগে, না অঙ্গীকারে।
মাগে প্রতিশোধ, মানায় প্রবোধ,
অনিকেত অভিসারে॥

তার স্বাধিকার আগে ফিরে দিতে হবে ;
নতুবা নগর, তথা প্রান্তর,
ভ'রে রবে বাসী শবে।
অশক্য পিতা ; বলীর কণ্ঠলগ্ন
মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন ;
ক্ষাত্র শোণিতে অবগাহি, জামদগ্ন্য
তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।
স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে
শুদ্ধির তান্ডবে॥

২৭ জুলাই ১৯৩৮

উপসংহার

সমাপ্ত সর্পিল পথ দিগন্তের পর্বতশিখরে;
তার পরে অপার নীলিমা।
কী হবে উদ্দেশ খুঁজে ঊর্ধ্বশ্বাস নক্ষত্রনিকরে?
এখানেই পৃথিবীর সীমা।
পশ্চাতেও কিছু নেই। লোকালয়—সে কেবল নাম।
সেথা শিবি নেই বটে, কিন্তু ক্ষুব্ধ শিবা লাখে লাখে
সিংহের ভুক্তাবশিষ্ট খোপে খোপে জমা ক'রে রাখে,
ভাঙে যৌথ অনুলাপে শ্মশানের একান্ত বিশ্রাম্।
হেথা ন্যাস্তি পৃষ্ঠে, পুরোভাগে:
মাঝে শুধু তুমি, আমি আর এ-আদিম অরণ্যানি;
সমাধিনিমগ্ন কাল, অসম্ভূত অমা একা জাগে,
পরাহত লুব্ধ কানাকানি॥

তিলভাণ্ড সর্বনাশ: অতিদৈব বিশ্বের দেউল:
প্রার্থনা বা অভিযোগ বৃথা:
প্রতিজ্ঞাবিস্মৃত কল্কি, কিংবদন্তী শিবের ত্রিশূল,
শূন্যকুম্ভ পুরাণ, সংহিতা।
অন্যোন্যসম্বল আজ ত্রিভুবনে আমরা দুজনে;
আমাদের পটভূমি নিরপেক্ষ, নিষ্কল নৈমিষ।

অতীতের পক্ষাঘাত, ভবিষ্যের বাচাল কুলিশ
অনাথ দুর্গের ধ্বংস রটাবে না কপোতকূজনে:
অক্ষমের আবশ্যিক ক্ষমা
এখানে কীর্তিত নয়, বন্ধুত্বের বিড়ম্বনা নেই,
রাবণের দূতী-রূপে পতিসেবা করে না সরমা,
স্বাবলম্বী—মরে সে প্রাণেই॥

প্রনষ্ট পৃথ্বীর প্রান্তে তমিস্রার লজ্জাবস্ত্রে আজ
এসো নগ্ন মনুষ্যত্ব ঢাকি।
রক্তে কিম্বা অশ্রুপাতে নিষ্কলঙ্ক হবে না সমাজ।
কেন তবে তাকে মনে রাখি?
মানবের অগ্রজেরা আমাদের মর্যাদা শেখাবে;
ছায়া দেবে বনস্পতি; শৈলশ্রেণী জোগাবে নির্ভর:
সভ্যতার অভিশাপে প্রস্তরিত অর্ধনারীশ্বর
স্বপ্নদুঃস্থ ক্লৈব্য থেকে অকস্মাৎ অব্যাহতি পাবে।
অতঃপর পরিণামী কুশ
অভ্যস্ত ভ্রান্তির বশে গড়ে যদি পুনশ্চ পুত্তলি,
সে-কুহকে ম'জে যেন নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃতি-পুরুষ
মাড়ায় না মর্ত্যের দেহলি॥

২০ অক্টোবর ১৯৩৮

উজ্জীবন

কেন তুমি আসো না এখনও?
ওই শোনো,
নির্জিতের নিরুপায় কণ্ঠস্বর, শোনো,
অতিদৈব দেউলের প্রতিধ্বনিপ্রহত গম্বুজে
উদয়াস্ত তোমাকেই খুঁজে,
অবশেষে ফিরে আসে আত্মঘাতী পরিহাস-রূপে।
সাঙ্কেতিক যূপে
বিনা রক্তে হয়ে গেছে বলি
ইতিমধ্যে কত শত পরাণপুত্তলি:
আর্তনাদ ছাড়া আজ নৈবেদ্যের যোগ্য কিছু নেই॥

নিবর্তিত আশ্বাসের দ্বিরুক্তি শুনেই
জনশূন্য উন্মুখ গোপুর,
পিশাচী চমূরু
অগ্রগতি নিষ্কণ্টক, পর্যুষিত পাদ্যার্ঘ-সহিত
দলে দলে প্রাক্তন ভক্তেরা উপস্থিত
সমুৎপন্ন সর্বনাশে অর্ধত্যক্ত স্বরস্ব কুড়াতে,
প্রতিবাতে
দুর্নিবার পতাকার প্রাগল্‌ভ্য কেবল
মুখরিত করে নভস্তল॥

আসন্ন প্রলয় :
মৃত্যুভয়
নিতান্তই তুচ্ছ তার কাছে।
সর্বস্ব ঘুচিয়ে যারা ব্যবচ্ছিন্ন দেহে আজও বাঁচে,
একমাত্র মুমূর্ষাই তাদের নির্ভর ;
প্রাণ আর জড়
আবার তাদের মধ্যে আশ্লিষ্ট অশ্লীল সহবাসে।
প্রত্যাগত প্রত্ন বিপর্যাসে
পরিপূর্ণ বিবৃত্তির অন্তিম মণ্ডল।
আখণ্ডল
নিরর্থক নামমাত্র : জরাগ্রস্ত সহস্রাক্ষে আর
পড়ে না নারকী কীট ; কুলিশপ্রহার
কম্পিত হাতের দোষে নির্দোষের মুণ্ডপাত করে॥

অস্পৃশ্য অম্বরে
তবুও অদৃশ্য তুমি ?
নিরঙ্কুশ, নিঃসন্তান, নিত্য মরুভূমি
আস্তিকের পুরস্কার—প্রতিশ্রুত ভূস্বর্গ তবে কি ?
এই পরিণতির লোভে কি
জন্মালে নারীর গর্ভে, আত্মবলি দিলে নরমেধে,

কণ্টককিরীট প'রে, বিনা ধনুর্বেদে
হলে দুঃস্থ ধূলির সম্রাট,
মৃত্যুর কবাট
খুলে রেখে, চ'লে গেলে সার্বজন্য সুধার সন্ধানে,
আশ্রিতের কানে
সাম্য-মৈত্রী-তিতিক্ষার বীজমন্ত্র ঢেলে,
মিয়াদী প্রদীপ জেলে
পণজীবী প্রতীক্ষার অনন্ত অভাবে?

নিশ্চিহ্ন সে-নচিকেতা; নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে
ধূমাঙ্কিত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি,
আত্মহা অসূর্যলোক, নক্ষত্রেও লেগেছে নিদুটি।
কালপেঁচা, বাদুড়, শৃগাল
জাগে শুধু সে-তিমিরে; প্রাগ্রসর রক্তিম মশাল
অমাকে আবিদ্ধ করে; একচক্ষু ছায়া,
দীপ্ত-নখ, স্ফীত-নাসা, নিরিন্দ্রিয় বৈদ্যুতিক কায়া
চতুর্দিকে চক্রব্যূহ বাঁধে।
অপমৃত বিধাতার লগ্নভ্রষ্ট প্রেত যেন কাঁদে
নিষেধের বহিঃপ্রান্তে কোথা॥

ওরা কার হোতা?
পদধ্বনি—কার পদধ্বনি
হানে মৌনে অনুনাদ? আগমনী—
কার আগমনী আজ আনে আচম্বিতে
অতিশ্রুতি অন্তরায় প্রত্যাশিত আকাশবাণীতে?
বিকল্পই তবে কি নিশ্চয়?
যে-পশুবলের কাছে হার মেনে তুমি মৃত্যুঞ্জয়,
এ-বারে কি তার উজ্জীবন?
অন্তর্ভৌম সমাধিতে ছিল সঙ্গোপন
যে-মিশরী শব,
তুমি নও, আসে কি সে-অর্ধপশু, অর্ধেক মানব
সঙ্গে ক'রে দিগ্বিজয়ী মরু?
পুরাণ পুরুষ হত: বাজে বক্ষে আর্তির ডমরু॥

২৬ অক্টোবর ১৯৩৮

জেসন্‌

বহু কষ্টে শিখেছি সাঁতার;
অন্তত স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাওয়া শক্ত নয় আর।
নদীতেও নানা বাঁক আছে;
সেগুলোর কোনোটাতে ঠেকে গিয়ে বাঁচে
এমন লোকেও যারা সাঁতারের স-টুকু জানে না।
সমুদ্র তো তাদের টানে না।
শরে বা শৈবালে
কিম্বা মৎস্যনারীদের সবুজ চুলের ঊর্ণাজালে
জড়ায় না তারা কানা মাছির মতন॥

বরঞ্চ ঘূর্ণির উন্মথন
তাদের নিক্ষেপ করে শরণসৈকতে।
বিষম দ্বৈরথে
জাগ্রত দৈত্যকে মেরে অর্ধরাজ্য রাজকন্যাসহ
তারাই কুড়িয়ে পায়; প্ররোহী আবহ
বাড়ায় তাদের বংশ; অবশেষে ঘুমিয়ে এখানে
স্বর্গের স্বাগত শোনে সচকিত কানে॥

আমগ্ন তরণী ছেড়ে ঝাঁপাতে পারি না তবু জলে।
বিফল কৌশলে,
ভাঙা হাল ধ'রে থাকি, ছেঁড়া পাল সযত্নে খাটাই;
লুপ্তপ্রায় মানচিত্রে চাই।
ভুলে যাই একা আমি; সঙ্গে ছিল যারা,
প্রলুব্ধ বন্দরে কিম্বা পথকষ্টে আজ আত্মহারা,
কে কোথায় প'ড়ে আছে, জানি না ঠিকানা।
শূন্য মনে ভূতে দেয় হানা;
প্রকীর্তির ছায়াচ্ছবি নিরাশ্রয় চোখে ফুটে ওঠে॥

ফের এসে জোটে
উচ্ছল অর্ণবপোতে স্বদেশের শ্রেষ্ঠ বীর যত;
গুরুদীক্ষা, বাহুবল, সহায় দৈবত
তরায় সমূহ বিঘ্ন, নিরুদ্দেশে গন্তব্য চেনায়।
পুনরায়
স্বয়ংবরা পণ্ড করে মায়াবীর চক্রান্ত, চাতুরী;
হাহাকারে ভরে রাজপুরী
তার উগ্র রিরংসায়; অভিসারী ঝড়ে
সবিতার বলি লুটে, পলাতক তরীতে সে চড়ে॥

স্বৈরিণীর অনুকম্পা চোকেনি তাতেও।
অযাচিত সন্তানে সে দিয়েছিল আমাকে পাথেয়;
অপহৃত উত্তরাধিকার,
আমি নয়, সেই নিজে করেছিল নির্দয়ে উদ্ধার।
তবু তার গভীর মায়ায়
পারিনি তলিয়ে যেতে; কৃষ্ণপক্ষ্ম চোখের ছায়ায়
সিন্ধুর ঊষর জ্বালা চাইনি জুড়োতে।
বিপরীত স্রোতে
সর্বনাশ নিশ্চিত জেনেও,
ভুলিনি শান্তির চেয়ে স্বধর্মই শ্রেয়॥

ফলত নিরবলম্ব, নিঃসন্তান, নিঃস্ব আজ আমি;
অন্তর্যামী
সাধ্য ও সাধ্যের ভেদ গোলায় কেবলই।
ঘটে অন্তর্জলি
শতচ্ছিদ্র তরণীতে; কিন্তু ভাবি অকূল পাথারে
স্বেচ্ছায় চলেছি ছুটে; বস্তুত জোয়ারে

ততটাই ফিরে আসি, যতখানি এগোই ভাঁটাতে।
অপসরীরা ব'সে আঘাটাতে
নিশ্চেষ্ট কৌতুক দেখে ; স্তব্ধপাখা
সাগরবলাকা
অধীর চিৎকার হানে সন্ধ্যার আকাশে॥

তবে কী বিশ্বাসে
ভাঙা হাল ধ'রে থাকি, ছেঁড়া পাল সযত্নে খাটাই,
লুপ্তপ্রায় মানচিত্রে চাই,
মনে ভাবি
এ-কখানা জীর্ণ কাঠে অস্মিতার অসম্ভব দাবি
আবার প্রতিষ্ঠা পাবে সপ্তসিন্ধুপারে ?
তার চেয়ে নিঃশঙ্ক সাঁতারে
ব্যয় ক'রে নিঃশ্বাসের অন্তিম সঞ্চয়,
অগাধে সঙ্কল্পসিদ্ধি একাধারে নিশ্চিন্ত, নিশ্চয়॥

স্বপ্ন আজ ব্যর্থ বিড়ম্বনা ;
জরাবিগলিত দেহে আত্মঘ্ন যন্ত্রণা
বিজিগীষা।
যে-প্রাক্তন তৃষা
মেটাতে পারেনি সিন্ধু, হয়তো বা নির্বাণ হবে তা
জোয়ার-ভাঁটার সন্ধি নদীবক্ষে, যেথা
মুকুরিত মহাশূন্য, সমুদ্রের পিতা ও প্রতীক,
দুরত্যয়, স্বস্থ, প্রগতিক॥

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

সংক্রাম

তোমার আমার মাঝে বিরহের বাহিনী বহে না;
কবিত্বপ্রভব ক্রৌঞ্চ আমাদের উপমান নয়;
সম্প্রতি সঙ্গমে আর ভূষণেরও ব্যবধি রহে না;
বিশ্রম্ভের ব্যাকরণ নিরব্যয়, আদ্যন্ত সান্বয়॥

অনাথ বিশ্বের ধ্বংসে মরুভূর নিত্য সমভাব;
অবিবেকী অন্তর্যামী; স্ত্রী-পুরুষ অন্যোন্যনির্ভর;
নিতান্ত পশেনি আজও যে-নৈমিষে পিশাচী প্রভাব,
সেথাও অনন্য সিদ্ধি ঊর্ধ্বশ্বাস প্রেয়সীর বর॥

তবুও নিশ্চয় জানি ওমরের তত্ত্ব নিরর্থক।—
মানুষ ক্ষীণায়ু, কিন্তু চিরস্থায়ী অবদান তার:
প্রস্তরিত পদচিহ্নে ধরা পড়ে উধাও নর্তক;
নিবিদ মর্মরে জ্বলে অঙ্গারিত আদিম কান্তার॥

স্পৃষ্ট, দৃষ্ট ত্রিভুবন ব্যাজজীবী কালের কবলে:
পলায়ন শশবৃত্তি; লুপ্তি, গুপ্তি পরিহাস, শ্লেষ;
সে-উন্নিদ্র ত্রি লোচনে ভেদ নাই ধবলে শবলে;
অনুজের গলগ্রহ অগ্রজের নিভৃত আশ্লেষ॥

তাই কি বিচ্ছেদ ঘটে বারংবার বাহুর নিবীতে;
প্রিয়সম্ভাষের ফাঁকে শোনা যায় দূর আর্তনাদ;
সঙ্কুচিত নিরালয় অবরোধ করে চারি ভিতে;
আবহে বিষাক্ত বাষ্প; সংক্রমিত স্বয়ং কণাদ?

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

কাস্তে

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে?
ছায়াপথে কোন্‌ অশরীরী উন্মাদ
লুকাল আসতে আসতে?
স্ফীত ধমনীতে ঘোরে অনামিক শঙ্কা;
হৃদয়ারণ্যে বাজে বর্বর ডঙ্কা;
ছাই হয়ে গেছে প্রতীকী স্বর্ণলঙ্কা
নির্বাণ সূর্যাস্তে।
হঠাৎ হাওয়ায় হাতুড়ির প্রতিবাদ:
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
বিপ্রলব্ধ প্রেতের আর্তনাদ
মানা করে ভালোবাসতে।
সঙ্গমে মিছে খুঁজে মরি নিরাপত্তা;
ক্রমায়াত ঋণে ন্যস্ত আমার সত্তা;
আসে সে-বেতাল, তুমি যার বাগ্‌দত্তা,
দন্তিল হাসি হাসতে।
চৈতী ফসলে শটিত শবের স্বাদ:
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
নিষ্প্রতিকার ধৈর্যের পাকা বাঁধ
বাধা দেয় বানে ভাসতে।
আমাদের জ্ঞান আপ্তবাণীর ভাষ্যে;
শান্তি জীবন্মৃত্যুর ঔদাস্যে;
স্বার্থসিদ্ধি সাক্ষীর স্মিত আস্যে
উঞ্ছ ঠাসতে ঠাসতে।
বিকল প্রেমিক আমাদের প্রভুপাদ :
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
কল্পান্তের অনিকাম অবসাদ
ব্যাপ্ত স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যে।
শুষ্ক ক্ষীরোদসাগরে মগ্ন বিষ্ণু :
নরপিশাচেরা পৃথিবীতে আজ জিষ্ণু;
চিনেও চেনে না স্বাবলম্বী অসহিষ্ণু
সমবায়ী অপরাস্তে।
খণ্ডাবে কবে অমৃতের অপরাধ
কালপুরুষের কাস্তে?

১১ মে ১৯৩৯

জাতক (১)

উন্মুক্ত আকাশে শুনি চমৎকৃত চিলের চিৎকার;
দিগন্তবিস্তৃত মাঠে ডেকে ওঠে শিকারী নকুল;
গুপ্ত ছত্রকের ফুলে সমাচ্ছন্ন শোষিত বকুল;
উদ্‌গ্রীব ঝাবুকে জাগে থেকে থেকে সতর্ক শীৎকার॥

অপমৃত ভগবান; অস্তাচলে রক্তাক্ত অঙ্গার;
অরাজক চরাচরে প্রত্ন প্রতিহিংসার প্রতুল:
অতিদৈব বিবর্তনে মনুষ্যই যেহেতু অতুল,
তাই সে আত্মহা আজ, তার ধর্ম আত্মীয়সংহার॥

অভিসার, অভিযান এ-আবহে নিতান্ত সমান:
স্বসমুখ বিসংবাদ · কুরুক্ষেত্রে অগত্যা সঙ্কেত;
এখানে আর্তের লোভ শিবাভুক্ত শবের আয়ুধে॥

অর্ধনারীশ্বর নয়, স্ত্রী-পুরুষ দ্বন্দ্বে ম্রিয়মাণ
মিথুন নিমিত্তমাত্র, কর্মকর্তা প্রতিযোগী প্রেত ·
তুমি, আমি সর্বস্বান্ত পৈশাচিক ঋণ শুধে শুধে॥

২২ জানুয়ারি ১৯৪০

জাতক (২)

অথবা পিশাচ সুদ্ধ গৃধ্নু ইতিহাসের খাতক;
এবং সে-ইতিহাস নিত্য তথা বিকল্পস্বরূপ।
ফলত যদিচ তাকে পদে পদে লাগে অপরূপ,
তবু তা প্রকৃতপক্ষে পরিণামী প্রাক্তন পাতক॥

অর্থাৎ কৈবল্য স্বপ্ন : জন্ম-মৃত্যু অন্যোন্যবাধক;
অনুবন্ধী শাস্তি-শান্তি; একান্তর উল্কা ও ধূপ;
নরকের প্রতি কীট বৈভাষিক স্বর্গের মধুপ :
পুণ্যাত্মারা পরকীয় দায়িত্বের সংক্রান্তিসাধক॥

কারণ বিচারক্ষম নয় অন্ধ, অনাথ নিয়তি :
তার অস্থ তুষ্টি-রুষ্টি যন্ত্রবৎ সমানুপাতিক :
প্রতিনিধি প্রায়শ্চিত্ত পুরস্কৃত গচ্ছিত ভূষণে॥

সুতরাং নির্ব্বন্ধও নির্ব্বন্ধের বিপরীত রতি :
বরঞ্চ দ্বৈরথ ভালো, গুপ্তহত্যা শুধু সাংঘাতিক :
আমাদের সার্থকতা জাতকের ব্যর্থ বিদূষণে॥

২২ মে ১৯৪০

সংবর্ত

এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে।
প্রাদেশিক শ্যামলিমা যেই পাংশু সাধারণ্যে ডাকে,
অমনই সে আসে,
রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উদ্ভাসে
লাক্ষণিক,—নেত্রসার, কপোলপ্রধান
প্রাক্‌প্রচ্ছদ নটী যেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোচে ব্যবধান
দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে: ভুলে যাই
উত্তবচল্লিশ আমি; উদ্‌গ্রীব হয়েও যদি চাই,
তবু গলকম্বলের থর
মুকুরের অধিকাংশ জোড়ে; নতোদর
লুকায় পায়ের ডগা অধোমুখে ক্বচিৎ তাকালে;
স্থানবিনিময় করে চাঁদিতে কপালে,
চুলেব প্রলেপ ওড়ে নামমাত্র বাতাসে যখন।
বীমাই জীবন
বুঝি বটে, কিন্তু ঠিক মাসে মাসে কিস্তির যোগান
দিতে গিয়ে বাজারখরচে পড়ে টান।
অথচ ডাক্তারে বলে তন্তুক্ষয়
এ-বয়সে নিতান্ত নিশ্চয়;
পুষ্টিকর পথ্য বিনা অতএব গত্যন্তর নেই;
এবং যেকালে আজও রয়েছি বেঁচেই,
তখন কী ক'রে মরি, মৌরসের উচ্ছেদ না হোক,
অন্তত চৌধুরীদের ভদ্রাসনক্রোক্‌
স্বচক্ষে না-দেখে:
তাতে যদি দুলালেরা নম্রতা বা কাণ্ডজ্ঞান শেখে॥

বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে ভুলি সে-সকলই;
এ-বাড়ির অনুমিত গলি
মনে হয় অগ্রণীর পদপ্রার্থী পথ,
যার প্রান্তে মুদ্রিত জগৎ
স্ফূর্তির প্রতীক্ষা করে।
তখন থাকে না মনে—দিগন্তরে
উচ্ছিষ্ট উঞ্ছের বাটোয়ারা,
হিংসার প্রমারা,
স্থগিত মারীর বীজ শস্যশূন্য মাঠে;
চ'ড়ে বসে নিহত বা নির্বাসিত স্বৈরীদের পাটে
প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বেসর্বা যত; নিরর্থক
পুষার একর্ষি নাম, অসূর্যের পুরাণ ঝলক
হিরণ্ময় পাত্র ঠেলে ফেলে.
দেয় মেলে
অন্ধতম অতিপ্রজ বল্মীকে বল্মীকে;
বিমানের ব্যূহ চতুর্দিকে,
মাতরিশ্বা পরিভূ কবির কণ্ঠশ্বাস।
মূল্যহ্রাস
সর্বত্র সর্বথা
আবশ্যিক,—বোঝে না সে-সোজা কথা
শুধু যার ভূসম্পত্তি আছে;
উদয়াস্ত ভেবে মরি,—খেয়ে প'রে নেহাৎ যা বাঁচে,
নির্ভয়ে তা খাটাতে পারি না।
অথচ প্রত্যহ শুনি চার্চিলের স্বেচ্ছাচার বিনা
অসাধ্য সাম্রাজ্যরক্ষা, অব্যর্থ প্রলয়,
এবং যে-ব্যক্তিস্বত্ব সভ্যতার সম্মত আশ্রয়,
তারও অব্যাহতি নেই অপঘাত থেকে:
একা হিট্‌লারের নিন্দা সাধে আজ বাধে কি বিবেকে?

কিন্তু তার দিব্য আবির্ভাবে
প্রেতার্ত অভাবে
জাগে যেন প্রজ্ঞাপারমিতার অভয়;
ক্লেদ-মেদ-খেদের আশ্রয়—
জঘন্য জান্তব দেহে দেশ-কাল-সঙ্কলিত মল
সংসক্ত থাকে না আর, তন্মাত্রাসম্বল
হয় তনু আচম্বিতে।
নির্বিকার স্বপ্নের নিভৃতে.
বিয়োগান্ত নাটকের উদ্যোগী নায়ক, আমি পাতি
যৌবরাজ্য,—ব্যোমযান, কামান, পদাতি
যে-রাষ্ট্রের অঙ্গ নয়; ন্যায়, ক্ষমা, মিতালি, মনীষা
যার মুখ্য অবলম্ব, জিজীবিষা
সামান্য লক্ষণ;
শ্বাপদসঙ্কুল নয় যেখানে কানন,
দুরাক্রম্য নয় গিরিচূড়া,
পরিস্রুতসুরা
নিদাঘের অফুরন্ত দিন,
সুবর্ণধারার শষ্পশ্যামল পুলিন
উর্ণপিঞ্জর তারুণ্যের লাস্যময় লীলায় মুখর,
গন্ধবহসম্মার্জিত স্বরাট্ অম্বর
দেয় ফিরে
অববোহী সন্ধ্যার শিশিরে
অনুপূর্ব মানুষের অভ্যুদিত চিত্তের প্রসাদ;
জয়যুক্ত স্ট্রেসেমান্-ব্রিয়াঁর সংবাদ॥

হয়তো তখনই
উপশয়ী সংবর্তের আড়ালে অশনি
লেলিহান করবালে ধার দিতে শুরু করেছিল।
প্রবাদের ধুয়ো ধরেছিল
তৎপূর্বে অন্তত
মুসোলীনি যুদ্ধগামী বর্বরের মতো;
এবং উদ্বাস্তু ট্রট্স্কি ইতিমধ্যে দেশে দেশান্তরে
ঘুরে মরেছিল, পুরাকালীন শহরে
গলঘণ্ট কুষ্ঠরোগী যত দ্বার সব বন্ধ দেখে,
যেমন নির্জনে যেত ভিক্ষাব্যতিরেকে।
কিন্তু তার
বভ্রু কেশে অস্তগত সবিতার উত্তরাধিকার,
সংহত শরীরে
দ্রাক্ষার সিতাংশু কান্তি, নীলাঞ্জন চোখের গভীরে
তাচ্ছিল্যের দামিনীবিলাস;
গ্যেটে, হ্যেল্ডার্লিন্, রিল্কে, টমাস্ মানের উপন্যাস
দেওয়ালের খোপে খোপে, বাখের সনাটা
ক্লাভিয়েরে, শতায়ু ওকের পাটা
তেজস্ক্রিয় উৎকোণ পটলে;
বায়ব্য অঞ্চলে
রক্ষিত মঙ্গলদীপ, অনাদি নগরী
মালা জপে, কাটায় শর্বরী
স্বপ্নাবিষ্ট সভ্যতার নিশ্চিন্ত শিয়রে।—
লেগেছিল হাস্যকর স্বভাবত সে-সবের পরে
কূটাগার থেকে দেখা স্বস্তিকলাঞ্ছন
বালখিল্য নাট্সীদের সমস্বর নামসংকীর্তন
মশালের ধূমার্ত আলোকে:
বরঞ্চ বৃষ্টির দিনে স্তব্ধশোকে
নির্বাক বিদায়
স্মরণীয় স্বচ্ছ মর্যাদায়॥

অবশ্য বুঝেছি আজ এ-সিদ্ধান্ত নিতান্তই মেকী;
কারণ অন্বয়ব্যতিরেকী
সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত,
এবং সে-নিত্যবিপরীত
দ্বন্দ্বসমাসের সঙ্গে তুলনীয় মেরুবিপর্যয়
বিকল্পস্বভাব ক্ষেত্রে। নিঃসংশয়
উপরন্তু এও
বিশ্বামিত্র দস্যুরাই ব্যক্তিনামধেয়
যদিচ প্রাজ্ঞের মতে, তবু ব্যষ্টিসংকল্পের ঝোঁকে
প্রাগুক্ত দোলকে
কখনো বিলম্ব ঘটে, কদাচিৎ দ্রুতি।
তবে কেন ভোলে প্রতিশ্রুতি?
বারোটা উত্তীর্ণ, কিন্তু টেলিফোন্ করে কই লীলা?
অথচ রঙ্গিলা
নয় সে দীপ্তির মতো; অন্তত সে জানে
সমাজের ঘুম নেই, শ্রুতি আছে দেওয়ালের কানে;
গোপন সুযোগ
নিতান্ত দুর্লভ তাই, উপভোগ
পরিণামচিন্তায় ব্যাহত।
তাহলে কি অসময়ে ফিরেছে প্রমথ
নিন্দুকের প্রেরণায়? এত দিনে সফল নতুবা
সে-বাচাল যুবা
যার পেশা কুতীর সম্ভ্রমহানি?
ইচ্ছার সামর্থ্য নেই মানি;
তথাপি টাকার আজ্ঞা প্রলয়েও লঙ্ঘনীয় নয়:
বন্ধকীর নিলামে বিক্রয়
মারোয়াড়ীদের গ্রাসে তুলে দেয় বাঙালীর দায়।
সুতরাং যে মাঝারীবয়সীকে চায়,
সে নিশ্চয় প্রকৃতিভিখারী,
নচেৎ বিকারী॥

বৃথা স্বপ্ন; সংকল্প অক্ষম;
মতিভ্রম
বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে অসংলগ্ন স্মৃতির সংগ্রহে
কিম্বা শুধু মৌখিক বিদ্রোহে
নিঃসঙ্গ জরার আর্তি ভোলার প্রয়াস।
কিন্তু মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে আসে মলমাস,
কর্মচ্যুত পৃথিবী যখন
উন্মার্গ ঘুমের ঘোরে, নাক্ষত্রিক সহযাত্রীগণ
সে-অপচারীকে ভুলে, ছোটে লোকাতীতে;
নির্বাণ নিশীথে
কারারুদ্ধ আয়ুর মিয়াদ,
রোমন্থ বিস্বাদ,
বিষায়িত ভবিষ্যের ধ্যান,
অভিজ্ঞান
শকুন্তের স্পর্শকলুষিত।
প্রমাবিরহিত
অন্ধ বিশ্বাসের বশে তখন মানুষ খোঁজে ফের
অশক্ত বা অসম্পৃক্ত অধিদৈবতের
পুরাতন পদপ্রান্তে সঙ্গতি বা পৈতৃক অমিয়,
কার্যত যদিও
ঐকান্তিক শূন্য তাকে করে বিশ্বম্ভর;
কারণ তখন বায়ু অনিলে মেশে না, অবস্কর
ভস্মান্ত হয় না, অনুব্যবসায়ী ক্রতু
বোঝে সন্তাপেও ব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীতাগ্নি বেপথু।
অন্তর্হিত আজ অন্তর্যামী :
রুষের রহসে লুপ্ত লেনিনের মামি,
হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রট্স্কি, হিট্লারের সুহৃদ স্টালিন্,
মৃত স্পেন্, ম্রিয়মাণ চীন,
কবন্ধ ফরাসীদেশ। সে এখনও বেঁচে আছে কি না,
তা সুদ্ধ জানি না॥
৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

বিপ্রলাপ

হয়তো ঈশ্বর নেই ; স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ ;
কালের অব্যক্ত বৃদ্ধি শৃঙ্খলার অভিব্যক্ত হ্রাসে ;
বিয়োগান্ত ত্রিভুবন বিবিক্তির বোমারু বিলাসে,
জঙ্গমের সহবাসে বৈকল্যের দুঃস্থ সন্নিপাত॥

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদে তবু নেই পূর্ব বা পশ্চাৎ ;
বিজ্ঞানের বিবর্তন প্রপঞ্চের নিত্য অনুপ্রাসে ;
প্রতিসম বৈপরীত্য সম্পূর্ণের দুর্মর প্রকাশে ;
শক্তির অব্যয়ীভাবে তুল্যমূল্য ঘাত-প্রতিঘাত॥

তাই আর্ত প্রার্থনার অপভ্রষ্ট আকাশদুহিতা
নাস্তিপ্রত্যাখ্যাত হয়ে, ফেরে গূঢ় দৈববাণী-রূপে ;
বুঝি দুঃখ আবশ্যিক, দুরদৃষ্টে দোষার্পণ বৃথা,
করে প্রতিবিম্বপাত বৈকল্পিক মুক্তি অন্ধকূপে॥

অচিরাৎ বিপ্রলাপে ডুবে মরে স্বগত সন্তাপ :
আমার শাস্তিতে, মানি, ক্ষান্ত তার অবরোহী পাপ॥

২২ অগাস্ট ১৯৪১

কঞ্চুকী

নাটকী নায়ক-রূপে আজীবন দেখেছি নিজেকে;
ভেবেছি আমার সঙ্গে অদৃষ্টের দ্বৈরথসমর :
মর্ত্যের প্রতিভূ আমি, প্রতিপক্ষ সন্ত্রস্ত অমর,
কাজেই নিস্তার নেই পরিণামী সর্বনাশ থেকে;

তবু যবনিকাপাত দেবে গ্লান পরাজয় ঢেকে;
প্রতিলোম অভিযানে লোকযাত্রা হবে অগ্রসর,
আমাকে হৃৎপদ্মে ধ'রে; ব্যর্থ বীর্যে যিশুর দোসর,
আমি যাব আত্মৌপম্য সমাহিত সন্ততিতে রেখে॥

উপস্থিত পঞ্চমাঙ্ক : প্রাক্‌নির্বাণ দীপের উদ্ভাসে
সমবেত পাত্র-পাত্রী করে স্ব স্ব বিধিলিপিপাঠ;
নেপথ্যে আমার স্থান; অন্ধকারে অধিকারী হাসে;
সে রঙ্গরসিক ব'লে, আমি ভ্রান্তিবিলাসে সম্রাট॥

কদাচ দৈবাৎ যদি বাস্তবিক ভূমিকায়ও ঢুকি,
কামাখ্যার ষড়যন্ত্রে সাজি তবে ঘুমন্ত কঞ্চুকী॥

-২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১

সোহংবাদ

নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত :
বলেছি আমি সে-আত্মা, যে উত্তীর্ণ দুরান্ত তারায়
উধাও মনের আগে; মাতরিশ্বা নিয়ত ধারায়
ফলায় যে-কর্মফল, তা আমারই বুভুক্ষাজনিত;

যেহেতু প্রশ্রয়ী আমি, তাই আজও নয় অপনীত
হিরণ্ময় পাত্র, তথা দুর্নিরীক্ষ্য পূষার কারায়
স্বরাট্ স্বরূপ লুপ্ত : দেশ-কাল আমাতে হারায়,
অথচ অন্বিষ্ট তীর্থে, পলে পলে আমি অগণিত॥

অতিক্রান্ত সন্ধিলগ্ন : শূন্য দৃষ্টি স্বতই স্বগত;
অসহায় অন্ধকারে কিন্তু কোথা আত্মপরিচয়?
গচ্ছিত জাড্যের ভারে অনিকাম জঙ্গমজগৎও;
জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত অতীন্দ্রিয় ভাবনানিচয়॥

ক্ষেত্রনিরপেক্ষ প্রমা প্রতিকারী প্রমাদের গুণে;
সংক্ষিপ্ত চেষ্টাই রটে অপৌরুষ বিবর্তের দুনে॥

২৬ এপ্রিল ১৯৪৫

১৯৪৫

তুমি বলেছিলে, জয় হবে, জয় হবে :
নাট্‌সী পিশাচও অবিনশ্বর নয়।
জার্মানি আজ ম্রিয়মাণ পরাভবে;
পশ্চিমে নাকি আগত অরুণোদয়!
অন্তত রুষবাহিনী বন্যাবেগে
কবলিত করে শোষিত দেশের মাটি;
বিভীষণদের উচ্ছেদে ওঠে জেগে
স্বাধীন প্যারিস্‌, যথারীতি পরিপাটী;
এ-বারে সমরে, শান্তিতে সহযোগী
মার্কিন্‌ ঢালে সমানে শোণিত, টাকা;
ধনিক যুগের প্রধান ভুক্তভোগী
ইংলণ্ডেই সমাজতন্ত্র পাকা॥

২

অবশ্য চীনে নেতারা স্বার্থপর,
সর্বথা জনশক্তির বাধ সাধে;
স্থগিত ভারতে আপ্ত কালান্তর,
জিন্না যেহেতু বিমুখ গান্ধিবাদে।
তাছাড়া আবার রক্ষকে ভক্ষকে
ভেদ ভোলে স্বচ্ছন্দ বেল্‌জিয়ামে;
ইটালীর প্রতিবিপ্লবী পক্ষকে
সম্মুখে রেখে, ত্রাতারা তারণে নামে।
তথাচ গ্রীসের ট্রট্‌স্কীয় বামাচারী
বিনষ্ট চার্চিলের বাক্যবাণে;
ধরে তুরস্ক বিশ্রুত তরবারি;
আর্জেণ্টিনা প্রগতির রথ টানে॥

৩

সত্য কি তবে সে-দিন তোমার মুখে
ভর করেছিল দুরূহ দৈববাণী?
ভূয়োদর্শনে ঢাকি অতিবস্তুকে,
তাই আমাদের অনুভবে শুধু হানি?
হয়তো অমৃত ব্যর্থ মৃত্যু বিনা,
পাপ পুণ্যের মুকুরিত প্রতিরূপ,
ক্লীবের মারণ ভীষ্মের দক্ষিণা,
মুক্তির উৎপত্তি অন্ধকূপ,
ভূতের অগাধে নিহিত ভবিষ্যৎ,
অন্যায় আনে আস্থা ন্যায়ের প্রতি,
শত্রুনিপাত মহামৈত্রীর পথ,
পরিশ্রমীর স্বধর্ম্মে সদ্‌গতি॥

৪

কিন্তু জীবন এতই বিকল কি যে
কেবল মরণে প্রমার সম্ভাবনা?
প্রাণধারণের যে-দৃষ্টান্ত নিজে
রেখে গেছ, তা কি অন্ধ প্রবঞ্চনা?
ক্ষমা, অহিংসা, মনীষা, বিবেকী দ্বিধা,
অত্যাচারের সঙ্গে অসহযোগ,
অসম্পৃক্ত ইষ্টের সদভিধা,
বিচারে বিশ্বমানবের বিনিয়োগ—
এ-সকলে আজ তুমি কি নিরুৎসাহ,
বুঝেছ সাধুর শাঠ্যেই মজে শঠ?
রাইনে জুড়ায় বার্সেলোনার দাহ,
স্পেনে নিষিদ্ধ যদিও ধর্মঘট!

৫

অতএব হোক আহ্লাদে আটখানা
বুদাপেস্তের ধ্বংসে হিসাবী চেক্ :
কার্যকারণে ধার্য বিমানহানা,
ভার্শাও দ্রেস্‌দেনের পূর্বলেখ।
সমিতি বসুক লণ্ডনে লুব্লিনে,
যে যাবে, সে যাক সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে,
মিথ্যা মানুকে আর্তেরা দুর্দিনে :
কর্মের ফল ফলবেই জোতে জোতে।
আজও নিমিত্তমাত্র সব্যসাচী ;
মমতা অচল সাধারণ শুদ্ধিতে।
কৃপা খুঁজে মরে মোহজালে কানামাছি ;
ব্যাহত বিধাতা ব্যক্তির বুদ্ধিতে॥

৬

তবু জানি যবে জয় হবে বলেছিলে,
চাওনি তখন তুমিও এ-পরিণাম :
শূন্যে ঠেকেছে লাভে লোকসানে মিলে,
ক্লান্তির মতো শান্তিও অনিকাম।
এরই আয়োজন অর্ধশতক ধ'রে,
দু-দুটো যুদ্ধে, একাধিক বিপ্লবে ;
কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে,
মেদিনী মুখর একনায়কের স্তবে !
নির্বাণ নভে গৃধ্নু রাহুর গ্রাস ;
তুমি অনিকেত নির্বাক নাস্তিতে :
কে জবাব দেবে, নিখিল সর্বনাশ
কোন্ অবরোহী পাতকের শাস্তিতে ?

১০ এপ্রিল ১৯৪৫

যযাতি

উত্তীর্ণ পঞ্চাশ : বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে
অতঃপর অনিবারণীয় ; এবং বিজ্ঞানবলে
পশ্চিম যদিও আয়ুর সামান্য সীমা বাড়িয়েছে
ইদানীং, তবু সেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের
প্রভু, বার্ধক্যের আত্মাপহারক। আশ্রুত তারক
অন্যত্রও অনাগত ; জাতিভেদে বিবিক্ত মানুষ ;
নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা। কিন্তু তারা
প্রাচীর, পরিখা, রক্ষী, গুপ্তচর ঘেরা প্রাসাদেও
উন্নিদ্র যেহেতু, তাই ভগ্ন সেতু নদীতে নদীতে,
মরু নগরে নগরে। পক্ষান্তরে অতিবেল কারা
তথা সংক্রমিত মেরু ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষে : দ্বেষে
পুষ্ট চীন থেকে পেরু ; প্রতিহিংসা মানে না সিন্ধুর
মানা। নৈশ হানা, আত্মঘাতী অঙ্গীকার, বিচারের
সম্মত বিকার বা স্বস্থ ধিক্কার এড়িয়ে যে যায়
ভাগ্যগুণে, চোখে চোখে রাখে তাকে অদৃশ্য শকুনে
প্রবাসেও অহরহ : যথাকালে অমৃতের দায়
সাশ্রু সন্ততিকে সঁপে, অন্তিম শয্যায় নিকামত
পারে না আশ্রয় নিতে ; ঊষর ধূলিতে নিষ্পিষ্ট সে,
ইতিহাসনিষ্ক্রান্তও বটে। অর্থাৎ কৃতান্ত আজ
ব্যক্ত সর্ব ঘটে ; এবং, প্রৌঢ়ের কেন, সকলেরই
কর্তব্য যেমন অরণ্যে রোদন, তেমনই সম্প্রতি
সাধ্য লোকালয়ে সে-বৃথা বিলাপ॥

অবশ্য আমার
পক্ষে সঙ্গত যে নয় অনুতাপ, সে-কথা স্বীকার
করি ; কারণ যদিচ মগ্ন শৈলে আমার মাতাল
নৌকা বানচাল হয়ে, বর্তমানে বিশ্লিষ্ট কঙ্কাল—
অপ্রাপ্তসংকার শব প'চে প'চে অস্থিসার যেন—
তথাপি যেকালে নিরুদ্দেশ যাত্রার সংজ্ঞায় হেন

দুরবস্থা শুধু সম্ভাব্যই নয়, অবশ্যম্ভাবীও
বটে, অশোভন তখন নির্বেদ। তাছাড়া স্বকীয়
সিদ্ধি প্রার্থনীয় নয় সূত্রধার গণেশের কাছে
অকূল পাথারে অযাচিত সাম্রাজ্য একদা বাচে
যারা জিতেছিল, অন্তত তাদের অনন্য সম্বল
ছিল প্রাণপাত পৌরুষ এবং রুদ্র কৌতূহল
নিতান্ত নিরুপলক্ষ। তরল অনলে পরিণত
ঝলমল জল; গলিত অম্বরতল; অনুগত
দিগ্বধূর আঁখি ছলছল কণ্টকল্পনায়; মেঘে
অন্তর্হিত চূড়া, পদান্ত ঊর্মির মুখর উদ্বেগে
প্রতিষ্ঠিত অস্তগিরি, ইত্যাদি বিবাদী লক্ষণের
অলৌকিক নির্বিরোধ তথা সে-সমন্বয়ের জের
স্মিত বিদেশিনীর অভয়ে, এবং সোনার তরী
তাদের ডাকেনি অজানার অভিসারে। হিংস্র অরি
বন্দরে বন্দরে, অবিশ্বাস্য অনুচর, অবহেলা
চরমে নিশ্চিত জেনেই বেরিয়েছিল তারা॥

ভেলা

আমি ভাসিয়েছিলুম একদা তাদেরই মতো, আজ
এটুকুই আমার পরম পরিচয়। আমাকেও
লক্ষ্যভেদী নিষাদের উল্বণ উল্লাস উদাসীন
নদীর উজানে দিয়েছিল অব্যাহতি মাল্লাদের
গুণটানা থেকে। গাঁঠ গাঁঠ বিলাতী বস্ত্রের ভার,
রাশি রাশি মার্কিনী গমের ভাবনা ও প্রতিযোগী
ব্যাপারীর বাদ-বিসংবাদ সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল
চুকে; এবং হঠাৎ অধোগতি অনুকূল স্রোতে
হয়েছিল অবারিত। অন্তরীক্ষ বিদীর্ণ বিদ্যুতে;
ভ্রমি; ভঙ্গ; জলস্তম্ভ; সম্মুখে প্রত্যূষ কপোতের
পক্ষবিধূনন; সন্নত সবিতা বেগুনী শোণিতে
লুপ্ত রহস্যের বীভৎস প্রতীক; ফুটন্ত জলার
জালে জর্জরিত তিমি; শেষনাগ শিথিলকুণ্ডলী,

মৎকুণের উপজীব্য; অপ্রমেয় নির্বাতমণ্ডলে
বিধ্বস্ত সলিল; ঊর্ধ্বশ্বাস বরুণের বিপরীত
রতি—সবই দেখেছিলুম আমিও, না-দেখে দেখেছি
ব'লে ভাবিনি অথবা অস্বীকার করিনি দেখার
পরে; এবং এখন স্বভাবের অনুমোদনেই
আমার অনন্য স্বপ্ন প্রাচীন প্রাকারে সুরক্ষিত
জনপদ, স্নিগ্ধ, সান্দ্র সন্ধ্যায় যেখানে খিন্ন শিশু
ভঙ্গুর তরণী-সহ মুক্ষুরিত নিকষ গোষ্পদে॥

কিন্তু গত শতকেও উল্লিখিত গ্রামের সন্ধান
পায়নি স্বয়ং র‍্যাঁবো, সার্বজন্য রসের নিপান
মৃগতৃষ্ণানিবারণে অসমর্থ ব'লে সে যদিও
ছুটেছিল জনশূন্য পূর্ব আফ্রিকায়, পরকীয়
সাম্রাজ্যবাদের প্রায়শ্চিত্তকল্পে যেন (সাকী আর
কবিতা সেখানে যেমন অভাবনীয়, মদিরার
অপর্যাপ্তি তেমনই দারুণ)। আমি বিংশ শতাব্দীর
সমান বয়সী; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।
কারণ ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে তথা ভবিষ্যের
নিষেধে অধুনা ত্রিশঙ্কু, এবং সে-খণ্ড বিশ্বের
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি কি না জানি,
নাস্তিরই বিবর্তবাদ। এমনকি উপস্থিত হানি
সম্ভবত অবাস্তব সুললিত সে-পদ্যের মতো,
যাতে রেণু, বেণু, কদাচ ধেনুও, মিলে, ক্রমাগত
অভিভাবে আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে রাখে,
এবং অলীক ভেবে, উচ্ছ্বসিত স্বপ্নরচনাকে
যখন করেছি ত্যাগ, সেকালে স্বকপোলকল্পিত
সর্বনাশে হাহুতাশ অবৈধ ও সাফল্যবর্জিত॥

উপরন্তু, দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলহকলাপে
আমার অদ্বৈতসিদ্ধি পণ্ড হয়ে থাক বা না-থাক,
অকাল জরায় আমি অবরুদ্ধ নই শুক্রশাপে;
অজাত পুরুর সঙ্গে ব্যতিহার্য নয় দুর্বিপাক।
অর্থাৎ প্রকট ব'লে সম্ভোগের অনন্ত বঞ্চনা,
পঞ্চাশে পা না-দিতেই, অন্তর্যামী নৈমিষে নির্বাক:
এবং রটায় বটে মাঝে মাঝে আজও উদ্ভাবনা
পরিপূর্ণ মহাশূন্যে ভস্মীভূত জ্যোতিষ্কের প্রেতে,
প্রাক্তন অভ্যাসদোষে ভুলে যায় মৌনের মন্ত্রণা
উন্নীত অমর কাব্যে কাগজের সুকুমার শ্বেতে;
কিন্তু চিত্তবিক্ষেপেও অভিব্যাপ্ত বর্তুল সংসার
যেখানে আসক্তি, ঘৃণা ভিন্ন শুধু প্রাগ্‌বর্তী সংকেতে,
এবং চক্রান্তভুক্ত পূর্বাপর নিপাত, উদ্ধার
যেহেতু, আমাকে তাই অনুযোগ, শোচনা, ঈর্ষাদি
ক্ষেপাতে পারে না আর। চরাচরে নৈতির বিস্তার
নির্বিকার, হয়তো বা নিরাকার ব্রহ্মের সমাধি :
অন্তত এ-পরিবেশে মানুষের প্রার্থনাসমূহ
জাতিস্মর অভিমন্যু; তবু স্তব্ধ বিধাতাকে সাধি—
মেনে নিতে পারি যেন অপ্রতর অসীমের ব্যূহ,
স্বপ্নে, জাগরণে যেন মনে রাখি নয় কল্পতরু
ঊর্ধ্বমূল, অধঃশাখ, দুর্নিরীক্ষ্য সেই মহীরুহ,
যাকে কেন্দ্র ক'রে ছোটে দিগ্‌বিদিকে সমুদ্র—না মরু ?

১৮ মার্চ ১৯৫৩

উন্মার্গ

ঢেউ গুণে গুণে কেটে যায় বেলা
সিন্ধুতীরে:
জানি পুনরায় ভাসাব না ভেলা
অবাধ, অগাধ, অপার নীরে।
তবে মাঝে মাঝে কেন মনে পড়ে
পালের স্ফূর্তি উদ্দাম ঝড়ে;
উধাও তারার ইশারায় পথ
অবার নিরুদ্দেশে,
যেথা সর্বতোভদ্র জগৎ
সম্ভাবনার নিখিল নির্বিশেষে?

অথবা নিবাত, নির্মল, নীল
দ্বিপ্রহরে
পরিণত মায়ামুকুরে সলিল
আকাশে, বাতাসে আলস ভরে:
স্তম্ভিত তরী যেন পটে আঁকা;
অবাক বলাকা সংবৃতপাখা;
অনাথ দ্বীপের বৃথা অধিবাস
বিলীন বিস্মরণে;
অপ্সরীদের নিভৃত বিলাস
মুক্তাবিকচ রক্ত প্রবাল-বনে॥

কখনো আবার বাদলে ব্যাহত
আলোর গ্লানি
চেতনাচেতনে ঘনায় নিয়ত
অজাত দিনের অন্ধ হানি।
কিন্তু একদা সন্ধ্যার আগে
মৌসুমী মেঘ ভিন্ন দু ভাগে,
স্নানযাত্রার স্বর্ণ সরণী
মুক্ত মর্ত্যধামে:
দক্ষিণে ডোবে স্মিত দিনমণি,
পৌর্ণমাসীর চন্দ্রমা জাগে বামে॥

তার পর প্রতি পলের অভেদ:
দিবা ও নিশা
আনে না কালের স্রোতে বিচ্ছেদ;
এমনকি আয়ু হারায় দিশা।
নিত্য অন্তরীক্ষ ও জল,
অতৃপ্ত তৃষা তথা কুতূহল,
এবং দুরাপ, দূর দিগন্ত—
মৃত অসন্ধান;
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত
সে-যবনিকার প্রতিভাসে ক্ষীয়মাণ॥

তবু এসেছিল সহসা ব্যাঘাত
স্বগত ধ্যানে।
কঠিন মাটির অভিসম্পাত
বর্তেছিল কি অভিজ্ঞানে?
অন্তত দিতে চেয়েছিল ঘুষ
মণি-কাঞ্চন-যোগে প্রত্যুষ;
প্রশস্তি ব'লে হয়েছিল ভুল
শঙ্খচিলের হাসি;
মায়াবী পুলিনে লোভের প্রতুল
দেখেই তরণী শূন্যে অবিশ্বাসী॥

অনাত্মীয়ের মুখ চেয়ে আছি
সে-দিন থেকে:
উঞ্ছ কুড়িয়ে অগত্যা বাঁচি
নিরুপার্জন নির্বিবেকে।
দৃষ্টির সীমা মাপে হিমগিরি;
পর্ণকুটীরে দুর্যোগে ফিরি;
সৈকতে এসে বসি কদাচিৎ
অমার উপক্রমে;
মহার্ণবের সামসঙ্গীত
হয়তো বা শুনি শুক্তির মাধ্যমে॥

১৪ এপ্রিল ১৯৫৩

প্রত্যাবর্তন

গোধূলি উড়িয়ে সন্ধ্যার হাওয়া যখন ওঠে,
নিষ্কলঙ্ক, নিত্য নভস্তলে
নক্ষত্রের প্রাক্তন কারুকার্য ফোটে,
মহাসমুদ্র চকিত বাড়বানলে,
চিরপরিচিত জগৎ অল্পে অল্পে
পরিবর্তিত মুগ্ধ চিত্রকল্পে,
তটের জনতা নৌজীবীদের গল্পে
কান পেতে থাকে অলস কৌতূহলে,
তখন অপারে ফেরে বন্দরে,
কেবল সাধের ময়ূরপঙখী অকূলে ছোটে॥

২

বামে বিস্তৃত নারিকেলবীথি—বনচ্ছায়া
স্বচ্ছ বিরল গ্রামের ধবল লেপে ;
দক্ষিণে জল—শ্যাম লাবণ্যে মরীয়া মায়া,
প্রখর পিপাসা লক্ষ যোজন ব্যেপে।
নিমেষে নিমেষে গতিবেগ ক্রমতূর্ণ ;
স্থলের দর্প প্রবালপুঞ্জে চূর্ণ ;
অর্ধবৃত্ত অবশেষে পরিপূর্ণ ;
অনন্ত অপ্ ব্যোমের অবক্ষেপে।
বিশ্ব স্বাধীন : অম্বরে মীন ;
মাটির মমতামুক্ত তিমির পৃথুল কায়া॥

৩

মধ্যে মধ্যে শুভ্রমৌলী ইন্দ্রনীলে
পীত-হরিতের অচির আভাস লাগে ;
অজানা দ্বীপের বার্তা রটায় শঙ্খচিলে ;
শৈশবে শোনা রূপকথা মনে জাগে।—
হয়তো সেখানে অশোককাননে বন্দী
বৈদেহী সাধে বিধাতারই অভিসন্ধি ;
অন্তত বায়ু চন্দনে সৌগন্ধী,
স্বর্ণলঙ্কা রম্য অস্তরাগে।
রাম-রাবণের প্রত্ন রণের
জের তাহলেও ন্যস্ত বিশ্বামিত্র খিলে॥

৪

অসীম অমায় সহসা স্বরাট্ অনুপ্রভা :
বুঝি বা পেনাং আবার সন্নিকটে।
মন্থর তরী—তরল রজতে সীতার শোভা ;
ডাকে অদৃশ্যে অপ্সরী ছায়ানটে।
উদয়গিরির শিখরে সবুজ সূর্য
শর্বরীশেষে আকস্মিকের তূর্য ;
অবিশ্বাস্য উদ্ভিদে বৈদূর্য ;
অথচ কী উৎকণ্ঠা সর্ব ঘটে !
শিবি পলাতক ; গুপ্ত ঘাতক
গুল্মে গুল্মে : আতঙ্কে আদি অটবী বোবা॥

৫

প্রতিবিম্বিত উপসাগরের শান্ত নীরে
সরল শৈল টাইফুনে অবিচল,
প্রতীক্ষ্যমাণ স্নেহে হংকং তরণী ঘিরে;
পরিমণ্ডল আশ্রিতবৎসল।
কিন্তু তাকিয়ে দেখি সেই সঙ্কীর্ণ
উপকূলে উদ্বাস্তুরা উত্তীর্ণ;
তারা যেন নীলকণ্ঠের উদ্‌গীর্ণ
যুগান্তরের অজীর্ণ হলাহল।
স্রোত প্রতিকূল; চীনে দিক্‌শূল;
তাতারহানার পুনরুদ্যোগ অন্য তীরে॥

৬

অণুবিদারণে শত সহস্র মানুষ হত,
ব্যক্ত অভিব্যক্তিবাদের ফাঁকি:
বেতালগ্রস্ত বিকলাঙ্গের দুষ্ট ক্ষত,
পরিত্যাজ্য হিরোশিমা, নাগাসাকি।
জিত ও বিজেতা অবশ্য প্রত্যক্ষে
সুপ্রতিষ্ঠ অনুকরণীয় সখ্যে;
প্রত্যাখ্যান তবু সংবৃত চক্ষে,
কক্ষলগ্ন প্রকোষ্ঠে নেই রাখি।
উলঙ্গ রামা-সহ য়োকোহামা;
বিদেশী নাবিক মাতাল এবং অপরিণত॥

৭

প্রতিদ্বন্দ্বী কোটি মৈনাক দিগ্‌বিদিকে,
নিরর্থ নাম প্রশান্ত পারাবার:
গগনে গগনে বজ্র শাসায় জনান্তিকে;
পদান্তে প্রাগ্‌জৈবিক হাহাকার।
আচম্বিতেই দক্ষিণমুখ রুদ্র—
বরাভয়ে পুন পূর্বাশা উন্মুদ্র;
অন্তত সান্ ফ্রান্‌সিস্কোর ক্ষুদ্র
কুলায়ে নিখিল নাস্তির প্রতিকার।
আগলায় ভাট সোনার কবাট,
প্রবেশাধিকার দেয় না বিজাতি কাণ্ডারীকে॥

৮

অর্ণবপোত ফলত উধাও নিরুদ্দেশে:
দুহৃদ্ পুলিনে উষ্মা নিয়ত বাড়ে;
আঁধির নৃত্য রুক্ষ নগের সন্নিবেশে;
অনুমিত ঘৃণ পৃথিবীর হাড়ে হাড়ে।
যথাকালে ক্ষয়ে যায় সে-বাম ভূখণ্ড;
দ্বৈপসাগরে স্বতন্ত্র মানদণ্ড:
পশ্চিমে সাম্রাজ্যের মার্তণ্ড;
মাৎস্যন্যায় প্রাচীর স্বস্তি কাড়ে।
ঊর্ধ্বশ্বাস আয়ন বাতাস;
অতলান্তিক উঠে গণ্ডির বাহিরে হেসে॥

৯

আকাশে পাতালে উত্থান পাত একদা থামে
কুয়াশায় ঢাকা টেম্‌সের মোহানায়,
যার নেপথ্যে লণ্ডন্‌ অভিষিক্ত ঘামে
নায়কের পাঠ বারে বারে ভুলে যায়।
রূঢ় মার্সেই বিকট প্রায়শ্চিত্তে;
নিঃস্ব নাপোলি অনুপার্জিত বিত্তে;
মরণাপন্ন আথিনে কুপিত পিত্তে:
স্টেপের প্রসারে লোকালয় নিরুপায়॥
আর্তে আর্তে, স্বার্থে স্বার্থে
সংঘাত তথা বিপ্রকর্ষ মর্ত্যধামে॥

১০

স্তাম্বুল্‌ সাধে কত গম্বুজ, মিনার থেকে;
কৃষ্ণসাগর গর্জায় উত্তরে।
সুবিধাবাদের ক্লৈব্য বাচাল দম্ভে ঢেকে,
নাতিদূরে কারা সুয়েজের ধুয়ো ধরে?
আরবে ধর্মরাজ্য পাতার জন্যে
এডেন্‌ পূর্ণ য়িহুদির হৃত পণ্যে।
নৈর্ব্যক্তিক করাচির জনারণ্যে
ক্ষুধিত রক্ষ, হিন্দু, যা খুশি করে।
স্বপ্নচারিতা নিতান্ত বৃথা :
বাঁচে মাঝি, চেনা ঘাটের কাদায় নৌকা ঠেকে॥

২৩ মে ১৯৫৩

প্রাক্তনী

পুনর্লিখিত কৈশোরিক কবিতা

পুনরাবৃত্তি

অন্যায় রণে বার বার বিধ্বস্ত,
হৃদয়দুর্গ করিয়াছিলাম রুদ্ধ,
ভরিয়াছিলাম লোরে পরিখার প্রস্থ,
রাখিয়াছিলাম প্রতিশোধ উদ্বুদ্ধ।
ক্ষেপা দু নয়ন সজাগ প্রহরী তোরণে;
বৃথা সাধনার কণ্টকে ঢাকা সরণী।
এখানে কেমনে আগত নীরব চরণে
মধুমাধবের সঙ্গে নবোঢ়া ধরণী?

সতীহারা সতীপতিসম শোকে মাতিয়া
দক্ষযজ্ঞ করিয়াছিলাম পণ্ড;
পরিয়াছিলাম গোক্ষুরে মালা গাঁথিয়া;
তাণ্ডবে স্মৃতি হয়েছিল শত খণ্ড।
তার পরে কোন্ মেঘাবৃত গিরিচূড়াতে
খুঁজিয়াছিলাম ধ্যানে অন্তর্হিতারে।
কে এলো নিভৃতে তৃতীয় নেত্র জুড়াতে;
শূন্যে আবার মোহিনী মায়া কে বিথারে?

সহসা অসাড় তুষার পড়েছে খসিযা;
শুষ্ক কাষ্ঠে চ্যুতমঞ্জরী ধরেছে;
অতনুর ফুলশায়ক বক্ষে পশিয়া
আজি রুদ্রকে দক্ষিণমুখ করেছে।
পদতলে ব'সে গৌরী বদ্ধদৃষ্টি;
বরমালাধৃত করযুগ নিস্পন্দ।
পুনরায় নির্বিঘ্ন সকল সৃষ্টি;
স্বর্গ অবার, দেবাসুর নির্দ্বন্দ্ব॥

আদি রচনা: ১৭ মাঘ ১৩৩০

লগ্নহারা

তোমার আমার বাড়ির মধ্যে যবে
ছিল শুধু সরু গলির ফাঁক,
চোখে চোখে চলত দেওয়া নেওয়া,
বলার সময় জিহ্বা হতবাক্ ;

যখন তোমার বাতায়নে চেয়ে
ভুলে যেতুম চার প্রহরের ভেদ ;
সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বললে তোমার ঘরে
মিটত যখন আমার সকল খেদ ;

বহু যুগের ও-পার হতে যবে
প্রথম আষাঢ় পাঠাত মেঘদূত ;
সুযোগ যখন আসত ঘুরে ঘুরে,
বরণমালা হতো না প্রস্তুত ;

সে-দিন তোমার মুখের মধু পেলে
ফুটত না কি বকুল মরা ডালে ;
ভুলের পরে জমত কি ভুল তবু ;
পথ হারাত রথ কি চাকার টালে ?

এখন থাকি পৃথক্ পৃথক্ দ্বীপে;
অশ্রুসাগর হুংকৃত মাঝখানে;
সেতু—সে তো দূরের কথা, হেথা
খেয়াঘাটও মিলে না সন্ধানে।

কাঁটার বেড়া গহন গুহার দ্বারে;
চাই না আগন্তুকের ব্যাঘাত আমি।
তুমি জাগো পরের শয়নীয়ে;
ঘুমে বিভোর তোমার অন্তর্যামী।

লগ্ন গত। কী হবে আর ভেবে
কবে ছিল কিসের সম্ভাবনা।
চর্মচক্ষু যবনিকায় ঢাকা;
স্মৃতি থেকে মুছুক প্রস্তাবনা॥

আদি রচনা: ১৮ চৈত্র ১৩৩০

অসময়ে আহ্বান

মরণ, আমারে দিয়েছ আজিকে ডাক।
নান্দীমুখেরও বহু বিলম্ব আছে;
সকালে বাজায়ে সন্ধ্যাবেলার শাঁখ,
মিয়াদীরে বলো এখনই আসিতে কাছে?
পাতাঝরা বনে তুষার গলেছে সবে।
কল্পতরুর সন্ধান নিতে হবে;
অন্তত ফুল ফুটুক অফলা গাছে॥

ধ্যানে আজকাল মানসীরে প্রায় হেরি;
পেয়েছি মূর্তিপূজার প্রত্যাদেশ।
উজ্জীবনের যদিও অনেক দেরি,
তবু প্রতিমার কাঠামো হয়েছে শেষ।
ঘটুক মিলন সাধ্যে এবং সাধে:
তার পরে দিও দীক্ষা শূন্যবাদে,
তার পরে মুখে তাকায়ো নির্নিমেষ॥

দুর্মদ আজও রয়েছে ঊর্ধ্বশির;
এখনও জগতে ব্যক্ত অত্যাচার;
অবমানিতের অবল অশ্রুনীর
ঝরে ঘরে ঘরে; দেশে দেশে হাহাকার।
স্বার্থ এখনও মরে নাই অপঘাতে;
রাজ্যদণ্ড বিরাজিত তার হাতে;
অপ্রতিহত মিথ্যার বিস্তার॥

গতানুগতিক আশ্বাসে এত কাল
বিমুখ থেকেছি শাসননাশন ব্রতে;
কোষে নিবদ্ধ খরধার করবাল,
মোহন মুরলী খসেনি হস্ত হতে।
আজও অনুভবে নিহিত সম্ভাবনা,
নিরুদ্দেশের অসীম উন্মাদনা
উহ্য যেমন বন্দরে বাঁধা পোতে॥

কান পেতে শুনি যেখানে দিগন্তরে
পুরাতন বাঁধ ভাঙে বিদ্রোহবানে;
দেখি ঝঞ্ঝার আয়োজন অম্বরে;
আমিও আহূত বুঝি মুক্তিস্নানে।
অনুমতি দাও আরও কিছু কাল থাকি
বিশাল বিশ্বে বিস্ফারি দুই আঁখি;
ডেকো না, মরণ, এখনই সন্নিধানে॥

আদি রচনা · ২৪ চৈত্র ১৩৩০

প্রত্যাখ্যান

আমার মনের বনের সঙ্গোপনে
যেই পারিজাত ফুটে উঠেছিল স্বত;
অনিবারণীয় ঋতুপরিবর্তনে
যার মধুরিমা হয় নাই অপগত;

কালবৈশাখী-আরোহী দণ্ডপাণি
পথের ধূলায় পাড়িতে পারেনি যারে;
রূঢ় নিদাঘের পিপাসাপীড়িত হানি
শোষণ করেনি যে-সৎ স্নিগ্ধতারে;

ভরা বাদলের অনুচিত প্রশ্রয়ে
উথলেনি যার হৃদয় আচম্বিতে;
চাহেনি যে ভাগ শরতের অপচয়ে;
কীটের উদর ভরায়নি কভু শীতে;

নব বসন্তে নায়িকানির্বিশেষে
দিইনি যে-ফুল ক্ষণিকার হাতে তুলে;
সে-কুসুমে রচি অঞ্জলি অক্লেশে,
রাখিয়াছিলাম তোমার চরণমূলে।

এক বার তুমি তাকালে না তার পানে,
গন্ধে পরাগে নিলে না নিজেরে ভরি;
কর্ণিকাসার তাই সে দিনাবসানে;
ত্রিসীমায় আর আসিবে না মধুকরী।

আদি রচনা: ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

প্রতিধ্বনি

নিষ্ফল স্বেদ, বৃথা নির্বেদ,
মিছে কাঁদা :
যাচক হস্ত অনভ্যস্ত,
মৌনী বীণারে মিছে সাধা।
সান্দ্র আলসে কাটালেম দিনগুলি ;
উপভোগে গেছি বেদনার রীতি ভুলি ;
ভ্রষ্ট লগ্নে ঝাড়িয়া যুগের ধূলি,
মিছে আজি তার বাঁধা।
অপটু যন্ত্রী, ছিন্ন তন্ত্রী :
ব্যর্থ প্রয়াস, বৃথা কাঁদা॥

নিভৃত নিশীথে জাগিবে না চিতে
সান্ত্বনা :
করিবে না মীড় নিরাসক্তির
নম্র মহিমা-বিরচনা।
তীব্র নিখাদে হবে না সহসা মূক
বিরূপ সভার প্রগল্‌ভ কৌতুক ;
অনুকম্পায় মহাকাশ জাগরূক,
দিবে না উদ্দীপনা।
সঙ্গীতশেষে অফুরান রেশে
জাগিবে না আর সান্ত্বনা॥

একদা প্রভাতে কঠোর আঘাতে
বীণাখানি
অজস্র সুরে সমে ঘুরে ঘুরে,
পেয়েছিল খুঁজে ধ্রুব বাণী।
আজি অপরের দূরাগত রাগালাপে
শিথিল তন্ত্রী মুহুমুহু শুধু কাঁপে
কভু অভিমানে, কখনো বা পরিতাপে,
মূর্তমূর্তি হানি।
দুঃখের ভয়ে ধরিনি হৃদয়ে,
তাই হতবাক্ বীণাখানি ॥

আদি রচনা: ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩২

অনিকেত

আজিকে মেঘাবচ্ছিন্ন প্রথম আষাঢ়ে
অনাহূত কে অতিথি অবরুদ্ধ দ্বারে
হানি মৃদু করাঘাত, করিতেছে দাবি
প্রণিধান মোর অন্যমনে? কে মায়াবী
আকাশে অঙ্গুলি তুলি, বলে কানে কানে
নিশ্চিন্তে পাঠাও মেঘদূতেরে সেখানে,
আজন্মবাঞ্ছিতা যেথা শুক্লাম্বরে ঢাকি
কৃশ তনু, ব'সে আছে একবেণী, আঁখি
ন্যস্ত দিগন্তরেখায়? সজল মল্লারে
কে ঘোষিছে শ্রীচরণ রাখিয়া কহ্লারে,
আসিবে শারদলক্ষ্মী, ঝরায়ে শেফালী,
অঞ্চলে নবীন ধান্য; বিরহের কালি
মিলনের পূর্ণিমায় রহস্য ঘনাবে?
অতীতেও অনুকূল ঋতুর প্রভাবে
প্রতারক দুরাশারে দিয়েছি প্রশ্রয়
বারংবার; তবু আজ তোমার অভয়
পুলক জাগায় দেহে, ভোলায় জিজ্ঞাসা।
দু কূল ছাপাতে চায় যবে কর্মনাশা
নিঃসঙ্গ ঝড়ের রাতে, অর্গলিত ঘরে
কলঙ্ককিরীট দীপ ভয়ে কেঁপে মরে,
তামসীরে ব্যক্ত করি, অমনই সুদূরে
তোমার চরণধ্বনি বাজে দিব্য সুরে॥

শীতে, গ্রীষ্মে, প্রাবৃটে, শরতে আমি শুনি
পাতাঝরা প্রতিবেশে, হে নিত্য ফাল্গুনী,
তুমি আসো ; দ্বন্দ্বযুদ্ধে তুষি কিরাতেরে,
আনো পাশুপত অস্ত্র, কুচক্রীর ফেরে
ধর্মরাজ্য বিপন্ন যখনই। হিংসা যবে
পুষ্ট হয় অভ্রভেদী মিথ্যার খাণ্ডবে,
তখন ভিক্ষুর বেশে সত্যবৈশ্বানর
তোমারে জানায় ক্ষুধা ; হে গাণ্ডীবধর,
তুমি তার পারণ করাও। জ্যোতিঃস্রোতে
নামে দূর, দুর্নিরীক্ষ্য নীহারিকা হতে
তোমার আকাশবাণী, হৃদয়বেতারে
স্বতঃস্ফূর্ত অবেদ্য সঙ্গীত। বিজেতারে
খুঁজে পাই চেতনার অতলে অমনই ;
বসন্তের উগ্র মদে উদ্বুদ্ধ ধমনী
ব্যাপ্তি চায় অমেয় জগতে ; মনোরথ
অবাধে সম্মুখে ছোটে, যেথা ভবিষ্যৎ
লব্ধকাম হেমন্তের সুবর্ণসম্ভারে
শোভমান, এবং মৃত্যুর পরপারে
শান্ত, শিব, সুন্দরের অসীম সুষমা,
অন্বিষ্ট নির্বাণ আর সর্বদর্শী ক্ষমা—
বীতশোক তথাগত সাঙ্গ কর্মফল,
তন্মাত্রের অঙ্গীকারে পুনরাবিকল ॥

খেদ এই ক্ষণস্থায়ী তুমি : আসো যাও
খুশিমতো ; যাচকের নির্বন্ধ এড়াও ;
দুর্গম সঙ্কেতে ডেকে, বিপ্রলব্ধ করো ;
শূন্য থাকে মনের মন্দির ; মূর্তি ধরো
নীরদের নিয়ত বিকারে ; পরিচয়
দাও না সম্পূর্ণ হতে ; ঘোচে না সংশয়
তোমারে নেহারি কি না প্রসারিত মাঠে
প্রত্যূষের কুয়াশায় ঢাকা—খেয়াঘাটে
গৃহগামী কৃষকেরা যবে সন্ধ্যাবেলা
জটলা পাকায় ; তোমারই প্রচ্ছন্ন খেলা
একাগ্র কর্মীর অভীষ্ট অসিদ্ধ রাখে—
অবদান অর্শায় অলসে ; নগ্ন শাখে
প্রতিভাতি পলাশের উচ্চকিত শোভা,
পথিকের গন্তব্য ভোলাও ; কখনো বা
অগোচর কদম্বের তীব্র গন্ধোচ্ছ্বাসে
বিঘ্ন আনো বৈরাগীর শ্মশানবিলাসে।
মানি তুমি আশ্বাসে কৃপণ নও ; তবু
অন্তর্ধানব্যতিরিক্ত আবির্ভাব কভু
তোমার স্বভাব নয়। নিষ্ফল সন্ধানে
ফুরায় সামর্থ্য তাই, বিরল আহ্বানে
সর্বদা জাগে না সাড়া, ভাবি মাঝে মাঝে
তুমি স্বপ্ন, ধ্রুব সত্য প্রপঞ্চে বিরাজে॥

আদি রচনা : ৪ আষাঢ় ১৩৩২

পথ

অনুগ উত্তর হতে পলাতক দক্ষিণের পাছে
ছুটেছে একাগ্র পথ, দুর্নিবার, নিভীর্ক, উৎসুক,
অবিশ্রাম। লঙ্ঘি গিরি, অতিক্রমি নদী, দ্বিখণ্ডিত
করি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানি, শত নগরীর
প্রলোভন উপেক্ষি নির্দয়ে, প্রাগ্রসর ঋজু পথ,
যেন বিশ্বমানবের কার্যক্ষম করে ঊর্ধ্বরেখা—
অনুকূল দৈবের স্বাক্ষর। জাতিগত চেতনার
কুহেলীগুণ্ঠিত প্রাগুষায়, স্বপ্নোত্থিত কৃষ্টি যবে
মৌল জিগীষায় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিরে চেয়েছিল
আয়ত্তে আনিতে, হানি তার নিষ্কবচ বুকে শেল,
গদা, পরশু, প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্র, সেই
অক্ষত্রিয় বশীকরণের অলজ্জিত অভিজ্ঞান
এই রক্ত পথ, প্রগল্‌ভ প্রবাদ উৎকীর্ণ সকল
দেহে, কী বলে নির্বিদে ?

মনে হলো ও-মহাপথের
সঙ্গে আমি পরিচিত জন্মপরম্পরাসূত্রে ; ওর
ধূলিকণায় নিহিত যে-অস্থিতি, পূর্বপুরুষেরা
আমারে বসায়ে গেছে সে-জঙ্গম উত্তরাধিকারে।
উড্ডীন মৈনাকে করেছিল অভীপ্সাসঞ্চার তারা ;
তাদেরই জিজ্ঞাসা ঐকান্তিক পদচিহ্ন এঁকেছিল
রিক্ত নিরুদ্দেশে ; চক্রব্যূহ রচেছিল মরীচিকা
দিয়ে আত্মম্ভরি মরুতে তারাই ; রথের নেমীতে
অরাতির পঞ্জরাস্থি নিয়ত নিষ্পেষি, এনেছিল
সংহতি কর্দমে, অনাগত ভবিষ্যতে সন্তানের
অশ্বমেধ যাতে না পায় ভৌতিক বাধা। অকস্মাৎ
কালের প্রবাহ ছুটিল পশ্চাৎ মুখে, প্রত্যক্ষের
সীমা উত্তরিল শাশ্বত সংবিৎ, ইন্দ্রিয়নিচয়
যেন প্যাশরিল অধিকারভেদ।

উৎকর্ণ নয়নে

দেখিলাম, শুনিলাম অনিমেষ কানে এশিয়ার
আমেরু বিস্তারে ইতস্তত অপদেবতার লীলা
প্রায় অবসিত; গতানুগতিক শ্রমে মোহ্যমান
জনতার ঘুম উপদ্রুত অকারণ অসন্তোষে;
বিষম বিরাম ব্যক্ত একাধিক বার একতান
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে; নিষিদ্ধপ্রবেশ হৃদয়ের দ্বারে
করাঘাত, অবিবেকী প্রণয়ীর মন্ত্রণা যেমন
কুমারীর আদিষ্ট কুণ্ঠায়; অনাদি তুষার—অজ,
অন্ধ অসূর্যের পুরাণ প্রতীক—তাতে মলয়ের
দৌত্যে মুহুর্মুহু সংক্রান্ত সিন্দুর—রৌদ্রসমুজ্জ্বল,
ইন্দ্রনীল, সচল সিন্দুর—উন্মুখর আমন্ত্রণ;
সমষ্টি গর্ভিণী প্রাতিস্বিক প্রাণের প্ররোহে; যৌথ
অনীহায় ঊহ্য উৎক্রম, উদ্দেশ।

সহে না, সহে না

আর দিনগত পাপের ক্ষালনে নিত্য অনুতাপ;
বদ্ধমুষ্টি পৃথিবীর উচ্ছিষ্ট কুড়ায়ে সধর্মীর
সঙ্গে বিপ্রলাপ; গোঠে বা শিকারে উদয়াস্ত বৃথা
কায়ক্লেশ; বুভুক্ষু প্রদোষে ফেরা পৈতৃক কারায়,
মিটাতে বংশের দাবি মধ্য রাত্রে অভ্যস্ত আশ্লেষ।
শুধু মুখচেনা বান্ধবের সুলভ সহানুভূতি
রোগে, শোকে, দুর্বিপাকে অনন্য সহায়; আশ্রিতের
উৎকণ্ঠায় অনিরুদ্ধ মৃত্যুর প্রস্তুতি দুর্বিষহ
লাগে। দীপাধারে পশুর দুর্গন্ধ মেধ; বিষায়িত
কুটীরের ভিড়ে একাকার সান্নিধির নিরালোক
জ্বালা; বিশ্বামিত্র অর্গল কবাটে। শত শ্রেয় ঝড়;
তাণ্ডবে উৎক্ষিপ্ত হিম দ্বারের বাহিরে; জড়ে জীবে
দ্বন্দ্বযুদ্ধ, স্বতন্ত্র উভয়ে।

অনুন্নত আকাশের
ষড়যন্ত্রভাগী, যে-তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী মানবের
স্ফূর্তিরোধ করে সংকীর্ণ ক্ষিতিজে, তার পরপারে
সমভূমি মমতার বিনিময়ে স্বোপলব্ধি চায়
সমর্পিতে। সুপ্ত পুত্র-কলত্রের মুখ, দুর্দিনের
পরিপন্থী জঞ্জালের বোঝা, জ্যোতিষীর অনুমতি,
মানা মুছে যাক মন থেকে নিশিশেষে দুঃস্বপ্নের
মতো। অথবা বিরহ নিতান্তই নিগূঢ় অন্তরে
যদি জাগে, তবে যেন সে-শূন্যকেন্দ্রিক বহ্নি তাপ
তথা আলোক বিতরে পরাবর্তহীন সর্বনাশে।
কক্ষচ্যুত ধ্রুবতারা ; নেই কালপুরুষ শিয়রে ;
অন্ধকারে দুষ্পাঠ্য ললাটলিপি ; অশ্লেষা-মঘায়
কতিপয় মরীয়া মানুষ অজানার অভিসারে
বদ্ধপরিকর।

হ্রেষারব সহসা স্বগত মৌনে।
তার পরে দুরুদুরু—সে কি হৃৎস্পন্দ, না ক্ষুরধ্বনি
তুষারঘূর্ণিতে ? কোথা সহযাত্রীরা সকলে ? পাশে
কে অপরিচিত, অতিকায় জন্তু, না দানব ? শীত,
শীত, নিখিল নাস্তির শীত সংক্রমিত ধাবমান
দেহের উষ্মায়। গিরিগাত্রে সম্পাতের ভয় ; প্রতি
পদে নিমজ্জন আবক্ষ গহ্বরে ; এবং সানুতে
প্রতিকূল বায়ুর শীৎকার অতিষ্ঠ, অপৌরুষেয়।
সেখানে প্রত্যূষ ঊষার নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা, শ্বেত
দংষ্ট্রা অপ্রতর শিখরসমূহ, এবং পাতাল
প্রগতির অভিমুখে, অতিক্রান্ত সোপানে সোপানে।
অবশেষে অন্বিষ্ট সংকটপ্রাপ্তি সঙ্কল্পের গুণে,
কণ্ঠাগত প্রাণে অবরোহ বিমুখ বাহন-সহ,
এবং বিশ্রাম, শৈলমূলে অমেয় বিশ্রাম।

বুঝি
যুগান্তরে সূর্যোদয় তীর্ণ বৈতরণীর সৈকতে।
সঙ্গে সঙ্গে তৃষিত বল্লমে শোণিতের প্রতিশ্রুতি;
লোলবল্গা তুরঙ্গের গতি কোষবদ্ধ কৃপাণের
মুমুক্ষাশিঞ্জিত; তূর্যে তূর্যে দিগ্বিজয়; বর্বরের
বিধ্বস্ত পত্তন প্রজ্ঞার আহুতি অভিযানে; বনে
বা গুহায় পৌত্তলিক অন্ত্যজের অক্ষম কল্পনা
নির্বাসিত; অরাজক অন্তরীক্ষ ধ্বনিত স্বোহমে।
তার পর? যবনিকাপাত; চূড়ান্তের প্রাক্কালেই
প্রস্থিত নায়ক; সূত্রধার পর্যন্ত নির্বাক; ভূমা
অকস্মাৎ অনেকান্ত সংসারে শতধা; জীবন্মৃত
অমৃতের আত্মজ সন্ততি; নির্জন পথের শেষ
চক্রবালে বিন্দুপরিমাণ; ভবিতব্যে ভবিষ্যৎ
লুপ্ত পুনর্বার; রাত্রি প্রত্যাগত।

দাঁড়াও, দাঁড়াও,
আদি পিতা; নতুবা নেপথ্য থেকে করো নিবারণ
আত্মজের ন্যায্য কৌতূহল। দিগ্বেদে ঘটেনি ভুল
যবে চতুঃসীমার সন্ধিতে দিশারীর সান্ধ্য সভা
বাদ-বিতণ্ডায় হয়েছিল বিভক্ত হঠাৎ? ফলে
এক দল গিয়েছিল অস্তাচলে, মর্ত্যের মহিমা
একর্ষিরে যেখানে প্রত্যহ টানে; এবং অন্যেরা,
অনন্তযৌবন ধরিত্রীরে মৃত্যুর উৎকোচ ভেবে,
প্রাচ্যেও নির্বাণ খুঁজেছিল প্রাতঃসন্ধ্যা জ'পে। কোন্
পথ উপনীত পূর্ণের সকাশে? না কি উভয়ত
সমাপ্ত সমস্ত চেষ্টা আত্মপ্রদক্ষিণে? অকারণে
পৃথগন্ন ভ্রাতৃদ্বয়? নষ্টমোহ ব'লে অবিচল
গন্তব্যের উপান্তে পথিক? কৈবল্য কোথাও নেই?
জগৎ অন্বয়ব্যতিরেকী?

কিন্তু নিরন্তর তুমি ;

হাওয়ার দমকে খুলেছিল যে-গবাক্ষ অতীতের
প্রত্ন অন্ধকূপে, বন্ধ তা আবার ; চক্রচর প্রতিহারী
জিজ্ঞাসুরে বিতাড়িত করে প্রতিবেশী অটবীতে,
যেখানে গোষ্পদে কৃষ্ণসার আপনার প্রতিচ্ছবি
দেখে তার ভাবে গৌরব জটিল শৃঙ্গে, লজ্জা তথা
দুর্গতি চরণে। বৈজয়ন্তী ঘিরে শিবিরের নৈশ
সন্নিবেশ আদিগন্ত প্রান্তরের শ্যাম সমারোহে,
কিংবদন্তীমাত্র আজ প্রাকারবেষ্টিত জনপদে ;
কুরুক্ষেত্র সূচ্যগ্র মেদিনী ; পরিচ্ছিন্ন ভূমণ্ডল
স্বদেশে বিদেশে, জাতিভেদ সমাজে সমাজে ; গৃহী
ও বিষয়ী সাধে সার্বভৌম প্রব্রজ্যার বাধ ; পথ
অনাত্মীয় ; অন্তর্হিত বভ্রুজ্বালাকিরীটী পুরুষ।
অচিন্ত্য পুনরাবৃত্তি নিরপেক্ষ কালের প্রবাহে ॥

আদি রচনা : ৫ চৈত্র ১৩৩৪